"কৃষিই সমৃদ্ধি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর
www.daedinajpur.rangpurdiv.gov.bd

স্মারক নং: ১২.১৬.০০২৭.০৪১.২৫.০০১.২৩/৪৪৯(০৪)

তারিখঃ ১৩ বৈশাখ ১৪৩০ / ২৬ এপ্রিল ২০২৩

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অবলম্বনে এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবেনা, সে আলোকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অবলম্বনে এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবেনা, সে আলোকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

সংযুক্তঃ ০৩ (তিন) পাতা।

২৬-০৪-২০২৩
(মো: শামীম আশরাফ)
অতিরিক্ত পরিচালক
ফোনঃ ০২৫৮৮৮১৭৮১৫
ই-মেইল: addaedin@gmail.com

উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
০১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

বিশেষ কর্মসূচীঃ

মৌসুমঃ খরিফ-১ /২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৬/০৪/২০২৩ খ্রিঃ

- **ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অবলম্বনে এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবেনা, সে আলোকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবেঃ**

১। প্রতি ব্লকে বসতবাড়িতে রাস্তার পাশে ১০০টি করে সজিনা ডাল রোপন করতে হবে|
২। প্রতি ব্লকে ১০০টি করে ফল জাতীয় গাছের চারা রোপন করতে হবে|
৩। বসতবাড়িতে ছায়াযুক্ত স্থানে আদা ও হলুদ রোপন প্রতি ব্লকে ১০টি বাড়িতে করতে হবে|
৪। বসতবাড়িতে প্রতি ব্লকে অফলা গাছে গাছ আলু/ধুন্দুল/ঝিঙ্গা রোপন ১০টি করে বাড়িতে বাস্তবায়ন করা।
৫। সরকারী/ বেসরকারী পতিত জায়গায় পেপে,আনাজী কলা, কলা, পেয়ারা, লেবু ও শাক সবজীর চাষ।
৬। রাস্তা/বাঁধ/ পুকুর পাশে পতীত জায়গায় মাচায় সবজী চাষ।
৭। পুকুর পাশের ঢালু জায়গায় মাঁচায় সবজী চাষ।
৮। পলি মালচিং করে হাইব্রিড গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ।
৯। নিচু এলাকায় বস্তায় বাড়ির পাশে আদা চাষ।
১০। আম,লিচুসহ গুটি পর্যায়ে গাছে উপরিসার ও বালাইনাশক প্রয়োগ। প্রতি ব্লকে কমপক্ষে ১০টি বাগান মালিককে মটিভেশন করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

- **খ) মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে মাটির পুষ্টি ক্ষয় (Nutrient Minning) ও পুষ্টি প্রবাহ(Nutrient Flow) ব্যবস্থাপনা গ্রহন করাঃ**
  কৃষক পর্যায়ে রাসায়নিক সার অধিক পরিমানে ব্যবহার হচ্ছে, সেই কারণে যুক্তি সংগত পর্যায়ে সার ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

১। প্রতি ব্লকে কমপক্ষে ১০টি বাড়িতে কেঁচো কম্পোষ্ট সার তৈরী করতে হবে|
২। প্রতি ব্লকে ১০টি বাড়িতে খামার জাত সার তৈরী করতে হবে|
৩। প্রতি মৌসুমে ১০ জন কৃষকের জমির মাটির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে ফসলে সুপারিশকৃত সার প্রয়োগ করতে হবে
৪। খামারি এ্যাপস ব্যাবহার করে জমিতে সার প্রয়োগ, কমপক্ষে ১০০ কৃষক প্রতি ব্লকে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫। মাটির রোগজীবানু ধ্বংস করা ও উর্বরতা বৃদ্ধি কল্পে ট্রাইকো কম্পোষ্ট স্থাপন, প্রতি ব্লকে ৫টি করে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে ভার্মিকম্পোষ্ট ও ট্রাইকো কম্পোষ্ট উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে।
৭। মাটির অম্লত্ব কমিয়ে আনতে প্রতি শতক জমিতে ৪ কেজি হারে ডলোচুন ব্যবহার করে সারের কার্যকারিতা বাড়াতে ও উচ্চ ফলন পেতে কৃষক পর্যায়ে নিয়মিত দলীয় সভায় আলোচনা করতে হবে ও ফলোআপ চালাতে হবে।
৮। ধইঞ্চা চাষ করার এখনিই উপযুক্ত সময় সুতরাং পতিত জমিগুলি সুযোগমত ধইঞ্চা চাষ বৃদ্ধি করতে হবে।

❖ **গ) সরিষা চাষাবাদ সম্প্রসারণ পরিকল্পনাঃ**

বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রণোদনার আওতায় কৃষক উৎপাদিত ও সংরক্ষিত সরিষা বীজ থেকে এক কেজি বীজ সংগ্রহ করে আগামী রবি মৌসুমে ২০২৩-২৪ নতুন কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করে সরিষা চাষাবাদ সম্প্রসারণ করবেন।
সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি অফিসার বর্তমানে তার এলাকার নতুন কৃষকদের তালিকা তৈরি করবেন।

❖ **ঘ) আউশ চাষাবাদ বৃদ্ধিঃ**

আউশ মৌসুম চলমান রয়েছে, ব্লকের লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত হিসাবে প্রত্যেক ব্লকে পাঁচ হেক্টর জমিতে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর আওতায় আউশের এলাকা বৃদ্ধি করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সমলয় ব্লক আকারে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষক দলের সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে।

❖ **ঙ) গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বাস্তবায়নঃ**

প্রত্যেক ব্লকে নিবিড় তত্ত্বাবধানে লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত অন্তত এক হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষাবাদ কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে। বীজ সংগ্রহ, চারা তৈরীতে কৃষকদের পাশে থেকে ও কাছে থেকে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

***নির্দেশনাঃ** প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ব্লক পরিদর্শনকালে বিশেষ কর্মসূচী সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান করবেন। আঞ্চলিক অফিসে পাক্ষিক ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রেরণ করবেন।

২৭-০৪-২০২৩
মোঃ শামীম আশরাফ
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর।

তালিকা ১. বসতবাড়ির বিভিন্ন স্থানে যেসব গাছ লাগানো যায়

স্থানসমূহের ধরন	যেসব সবজি ও মসলা গাছ লাগানো যায়	যেসব ফলগাছ লাগানো যায়
সীমানা বা বেড়া	সজিনা, বরবটি, শিম, করলা,ধুন্দুল, কাকরোল	পেঁপে, সুপারি, নারিকেল, করমচা, কাগজী লেবু, বরই, বৈঁচি
নিচু জায়গা বা জলা ডোবা	হেলেঞ্চা, কলমি, পানিকচু	পানিফল
স্যাঁতসেঁতে জায়গা	লতি কচু, পানিকচু, দুধ কচু	-
আংশিক ছায়া জায়গা	দুধ কচু, ওলকচু, আদা, হলুদ, মরিচ	আতা, শরিফা, পেঁপে
ছায়া জায়গা	আদা, হলুদ, মানকচু	লটকন, সুপারি
ঘরের চাল	চাল কুমড়া, লাউ, মিষ্টি কুমড়া	-
অফলা গাছ	গাছ আলু, মেটে আলু, শিম, ধুন্দুল	প্যাশন ফল
ঘরের কোলে বা পিড়ি	বারোমাসি মরিচ, বহুবর্ষী বেগুন (সাহেব বেগুন)	পেঁপে, ডালিম
খোলা জায়গা	প্রায় সব ধরনের শাক সবজি	প্রায় সব ধরনের ফল
পুকুর পাড়	মাচা করে লাউ, শিম, পুঁইশাক, শসা, চিচিঙ্গা	কলা,বাতাবি লেবু, মাল্টা, কাগজী লেবু, পেয়ারা, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি
পায়খানার ট্যাংকি বা নর্দমার উপর মাচায়	লতানো সব সবজি	আঙুর, প্যাশন ফ্রুট